প্রফেসর ইউনুস এবং কয়েকজন বুদ্ধিজীবি

নাজমুল আহসান শেখ

পাঠানদের বুদ্ধিমত্তা আর চিন্তার ধরন নিয়ে এই গল্পের শুরু। পাঠান মূল্লুকের এক মহিলার স্বামী সপ্তাহখানেক ধরে নিখোঁজ। বেচারী গেল থানায়, যদি পুলিশ সাহায্য করে! মহিলা থানার ওসিকে বলল, সাতদিন আগে আমি মাংস রান্না করতে গিয়ে দেখি ঘরে আলু নেই, আমার স্বামীকে বললাম, যাও তাড়াতাড়ি বাজার থেকে আলু নিয়ে আস। সেই যে গেল, ও এখনো ফিরে নাই। পাঠান পুলিশ চিন্তা ভাবনা করে বলল, আলু নাই তো কি হয়েছে! অন্য কোন সবজি দিয়ে মাংস রান্না করে ফেল্লেই তো হয়।

সম্প্রতি অনেকেই প্রশ্ন করছেন, আওয়ামী লীগ সরকারের কি লাভ প্রফেসর ইউনুস'কে হয়রানি করে! কারন তাদের মতে বিচার চলাকালীন সময়ে সরকার প্রধান ও অনেক মন্ত্রীর বক্তব্যে তাদের মত অনেকের কাছেই মনে হয়েছে যে সরকার আদালতকে প্রভাবিত করতে চাচ্ছে, আদালতের উপর চাপ সৃষ্টী করছে। আমি নিজেও অনেক ভেবে কোন উওর খুঁজে পাই নি, বরুং আমার মনে হয়েছে এই ভুলের জন্য আওয়ামী লীগ সরকার'কে দেশে ও বিদেশে অনেক মূল্য দিতে হতে পারে। আমি আশা করছিলাম যে আমাদের দেশের আওয়ামী সমর্থক বুদ্ধিজীবিরা অন্তত এই মামলা চলাকালীন সময়ে সরকার বা সরকার প্রধান যেন দূরত্ব বজায় রাখে সেই ব্যাপারে অগ্রনী ভূমিকা রাখবেন তাদের লেখনীর মাধ্যমে। সরকারের হিতাকাংখী হিসাবে সরকারের ভূল ধরিয়ে দিবেন, যাতে সময় থাকতেই সরকার তার ভুল শুধরাতে পারেন এবং বিচার চলাকালীন সময়ে তাদের দুরত্ব বজায় রাখে। ফলে সাধারন মানুষের কাছে মনে হবে আইন তার নিজস্ব গতিতেই চলছে এবং প্রফেসর ইউনুস'ও আইনের উর্ধে নন।

গল্পের পাঠান পুলিশের মত আমাদের দেশের বেশ কিছু বুদ্ধিজীবির মধ্যে, প্রফেসর ইউনুসের সমালোচনা করতে গিয়ে সরকারের ভূল শুধরানো তো দুরের কথা, মূল প্রসঙ্গ, (বিচার পক্রিয়া এবং সরকারী প্রভাব) বাদ দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাওয়ার প্রবনতা দেখা দিচ্ছে। আর প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, তারা গরুর সাহায্যে উদাহরন দিয়ে সমালোচনা শুরু করছেন এবং প্রফেসর ইউনুসকে খারাপ, অসাধু, হৃদয়হীন বলে প্রমান করার চেষ্টা চালাচ্ছেন! উদ্দেশ্য একটাই, তা হল, প্রফেসর ইউনুসের চরিত্র হরন (ক্যারেকটার এসাসিনেশন)।

উপস্থাপক আব্দুন নূর তূষার বলেছেন যে প্রফেসর ইউনুস বা গ্রামীন ব্যাংক দরিদ্র মানুষকে গরু কেনার জন্য লোন দিয়ে নির্ধারিত মূল্যে কয়েকবছর দুধ কিনে নেবার শর্ত আরোপ করে থাকেন! মনে হয় যে প্রফেসর ইউনুস বা গ্রামীন ব্যাংক, কি সাংঘাতিক অপরাধ করে ফেলেছেন এবং এখনো করে যাচ্ছেন! আসলেই ব্যাপারটা কি তাই? কেন সারা পৃথীবিতেই তো এই নিয়ম চলে আসছে। ম্যাকডোনাল্ড চাষীদের কাছ থেকে কয়েক বছরের জন্য নির্ধারিত মূল্যে আলু অগ্রীম কিনে রাখে, কোকাকোলা তেমনি চিনি কিনে রাখে। তাতে দুই পক্ষই দাম উঠানামা'র দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়। তা না হলে দুধের চাম,পেট্রলের দামের মত প্রতিদিন উঠানামা করত।

সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির বলেছেন, এক কৃষকের গরু মারা গেলে তাকে গ্রামীন ব্যাংকের টাকা ফেরত দিলে বাধ্য করা হয়! গ্রামীন ব্যাংক একটি ব্যাবসায়ী প্রতিষ্ঠান, কোন খয়রাতী প্রতিষ্ঠান নয়। কৃষকের গরুর টাকা মওকুফ করে দিলে গ্রামে গ্রামে গরুর মড়ক লেগে যেত। আর গ্রামীন ব্যাংক লাটে উঠত, আর কৃষকেরা সুদখোর মহাজনদের খপ্পরে পড়তো। তাদের অবস্থা খারাপ ছাড়া ভাল হতো না।

অনেক বছর ধরে গ্রামীন ব্যাংকের মত আরো অনেক এন জি ও দেশে আছে। উপস্থাপক আব্দুন নূর তূষার আর সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির এর মত কৃষকের বন্ধু (!)আছেন। তারা তো কৃষকের জন্য আরো ভাল শর্তসহ লোন এর ব্যাবস্থা করতে এগিয়ে আসতে পারেন। আপনার গ্রামীন ব্যাংকের এই দুর্বলতার সুযোগ নিন, 'বেটার প্রডাক্ট' নিয়ে এগিয়ে আসুন;যেমন গুগল এসে আগের সব সার্চ ইঞ্জিন গুলিকে অচল করে দিয়েছে আর যেমন গ্রামীন ফোন , বাংলালিংক 'বেটার প্রডাক্ট' নিয়ে মার্কেটে আসার পর আগের মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো আর বাজার ধরে রাখতে পারে নাই । আসুন আপনারাও গ্রামীন ব্যাংকের চেয়ে ভালো শর্তসহ লোন দিন, দেখবেন গ্রামীন ব্যাংক'এর লালবাতি জ্বলে যাবে।

আমার লেখার মূল উদ্দেশ্য হছে যে, আমি মনে করি, আমাদের বুদ্ধিজীবিদের উচিত ছিল, প্রফেসর ইউনুস এর গ্রামীন ব্যাংকের এম ডি থাকা না থাকার বিষয়ে মামলা চলাকালীন সময়ে, সরকার প্রধানের বক্তব্য দেয়া কতটা যুক্তিযুক্ত আর দুরদর্শী ছিল সেই নিয়ে আলোচনা করা বা লেখালেখি করা, যার ফলে সরকার প্রধান তার ভূল বুঝতে পারেন। যেমন্ করেছিলেন প্রয়াত শ্রদ্ধেয়া কবি সুফিয়া কামাল। ১৯৯৬ সালে তত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে আওয়ামী লিগের লাগাতার হরতালে সাধারন মানুষের দুখঃকষ্টের কথা একমাত্র তিনিই শেখ হাসিনাকে মনে করিয়ে বিবৃতি দিয়েছিলেন। এই বিবৃতির ফলে আওয়ামী লিগ তাদের হরতাল শিথিল করে। ইতিহাস'ই প্রমান করে, শ্রদ্ধেয়া কবি সুফিয়া কামাল'এর এই ধরনের গঠনমূলক ভূমিকার দেওয়ার ফলে শেখ হাসিনার লাভ ছাড়া কোন ক্ষতি হয় নাই।

সেই অনন্য দৃষ্টান্ত অনুসরন না করে, এই প্রসঙ্গে আমাদের বুদ্ধিজীবিদের পীড়াদায়ক নিরবতা সত্যিই দুখঃজনক! আর লেখালেখি যা হয়েছে, তা হলো মূল প্রসংগ এড়িয়ে অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে প্রফেসর ইউনুস এর মত সম্মানিত ব্যাক্তিকে হেয় করার অপচেষ্টা। নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ইউনুস এর অবদান, আন্তর্জাতিক প্রভাব এবং সম্মান 'টানেল ভিশন' এর অধিকারী কতিপয় লেখকের লেখায় কোনদিনই কমবে না।

সব দেখে সেই দোজোখের সেই পুরানো গল্পটাই বার বার মনে পরে যায়। আমাদের জাতির কেউ উপরে উঠলে বা উঠতে গেলে, আমরাই তাকে টেনে নামিয়ে রাখব। আসলে বিবেক ছাড়া বুদ্ধি, তোষামোদি ছাড়া অন্য কাজে তেমন ব্যাবহৃত হয় না।

সিডনী ২১ মে ২০১১